AKASHVANI(AIR)

RNU: KOLKATA

Bengali Text Bulletin

22-05-2026 **Time: 7.35 AM**

বিশেষ বিশেষ খবরঃ–

১) দু-দিনের দিল্লি সফররত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকে বসতে পারেন। গতকাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে একাধিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন তিনি।

২) সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে হওয়া ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের পুনর্নির্বাচনে শেষ খবর পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৮৮ দশমিক এক তিন শতাংশ।

৩) রাজ্য প্রশাসনিক পদে একাধিক রদবদল করা হয়েছে। বিধাননগর পুরসভা এবং আসানসোল পুরসভার দায়িত্বে এসেছেন নতুন কমিশনার।

৪) রাজ্য সরকার বিভিন্ন দফতরে কেনাকাটায় স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশনের নির্দেশিকা বাধ্যতামূলক করেছে।

৫) আর জি কর-এর তরুণী পিজিটি চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের সিট গঠনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বিজেপি।

৬) ইস্টবেঙ্গল প্রথমবার আই এস এল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ইন্টার কাশিকে ২-১ গোলে হারিয়ে ২২ বছর পর সর্বভারতীয় ফুটবল লিগ খেতাব জয় করেছে তারা।

ম্যাচ জিতেও গোল পার্থক্যে পিছিয়ে থাকায় রানার্স হয়েছে মোহনবাগান সুপারজায়েন্টস্। দুটি দলকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

oooooooooooooooo

রাজ্য মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ এবং পশ্চিমবঙ্গের জন্য কল্যাণমূলক কেন্দ্রীয় প্রকল্পে আর্থিক বরাদ্দের অনুমোদন সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী গতরাতেই নতুন দিল্লি যান। সেখানে পৌঁছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ্-র সঙ্গে দেখা করেন তিনি। ঘণ্টাখানেক তাদের মধ্যে কথা হয়। আজ বিকেলে শ্রী অধিকারী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকে বসবেন বলে জানা যাচ্ছে। এর আগে সকালে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং বিজেপি-র সর্ব ভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের কর্মসূচী রয়েছে। পরে রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতির সঙ্গেও শ্রী অধিকারী দেখা করবেন। আজই তাঁর কলকাতায় ফেরার কথা।

অন্যদিকে, গতকাল বিকেলে রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য। আজ দলের সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসলের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন তিনি।

oooooooooooooooo

এর আগে মুখ্যমন্ত্রী গতকাল হাওড়া এবং দুর্গাপুরে প্রশাসনিক বৈঠক করেন। হাওড়ায় বৈঠকের পর সাংবাদিকদের তিনি বলেন, সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই হাওড়া ও বালি পুরবোর্ডে নির্বাচন করা সম্ভব হবে। নাগরিক পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে পৌঁছে দেওয়ার ওপর জোর দেন তিনি। সেখান থেকে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়লে তাদের সরাসরি পেট্রাপোল সীমান্ত বা বসিরহাট সীমান্ত চৌকিতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

(বাইট – মুখ্যমন্ত্রী)

oooooooooooooooo

সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের পুনর্নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দিব্যেন্দু দাস এবং অরিন্দম নিয়োগী গত সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, কড়া নিরাপত্তা এবং নজরদারির মধ্যেই গোটা ভোটপর্ব সম্পন্ন হয়েছে। উৎসবের মেজাজে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছেন বলে দিব্যেন্দু দাস জানান।

(বাইট – দিব্যেন্দু দাস)

উল্লেখ্য, ফলতার পুনর্নির্বাচনে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ৮৮ দশমিক এক তিন শতাংশ ভোট পড়েছে।

আগামী ২৪ মে ডায়মন্ড হারবার উইমেন্স ইউনিভার্সিটিতে ভোট গণনা হবে। সকাল আটটা থেকে গণনা শুরু হবে। একটি হলে ২০টি টেবিলে মোট ২১ রাউন্ডে গণনার কাজ সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

oooooooooooooooooo

বিধানসভা ভোট পরবর্তী পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের মেয়াদ আরও বাড়িয়েছে কেন্দ্র। আরও এক মাস, অর্থাৎ আগামী ২০ জুন পর্যন্ত রাজ্যে ৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (CAPF) মোতায়েন রাখা হবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে রাজ্যকে জানানো হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ভোট-পরবর্তী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৬ মে চিঠি দিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর মেয়াদ বাড়ানোর আর্জি জানিয়েছিল। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্যে ২০০ কোম্পানি সিআরপিএফ, ১৫০ কোম্পানি বিএসএফ, ৫০ কোম্পানি সিআইএসএফ, ৫০ কোম্পানি আইটিবিপি এবং ৫০ কোম্পানি এসএসবি মোতায়েন থাকবে।

oooooooooooooooo

রাজ্য প্রশাসনিক পদে একাধিক রদবদল করা হয়েছে। বিধাননগর পুরসভা এবং আসানসোল পুরসভার দায়িত্বে এসেছেন নতুন কমিশনার। বিধান নগর পুরসভার নতুন কমিশনার হলেন পুরুলিয়া অতিরিক্ত জেলা শাসক ২০১৭র আইএএস আধিকারিক রবি আগারওয়াল।

অন্যদিকে, আসানসোল পুরসভার নতুন কমিশনার হলেন নেতাজি সুভাষ প্রশাসনিক শিক্ষা কেন্দ্রের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর তথা ২০১৪ ব্যাচ এর আই এ এস হিন্দোল দত্ত।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের নতুন তথ্য অধিকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ২০১৩ ব্যাচের আইএএস আধিকারিক রজত নন্দ। গতকাল কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের পক্ষ থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ওই দফতরের সিনিয়র স্পেশাল সেক্রেটারি দায়িত্বের সঙ্গেই তিনি এই অতিরিক্ত দায়িত্বটি পালন করবেন। এছাড়া তাকে ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটের যুগ্ম সচিব ও করা হয়েছে। বিধান নগর পুরসভার এখনকার কমিশনার সুজয়

সরকারকে বস্ত্র বিভাগের কমিশনার করা হলো। সেই সঙ্গে তন্তুজের এম ডি পদের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক পদেও রদবদল করা হয়েছে।

oooooooooooooooo

রাজ্য সরকার কলকাতা পুরসভার সচিব পদে রদবদল করেছে। কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক দপ্তর থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে, এই পদে দায়িত্বে থাকা ডব্লু বি সি এস এক্সিকিউটিভ আধিকারিক স্বপন কুমার কুন্ডুকে স্টেট গেজেটিয়ার্সএ ওএসডি পদে বসানো হয়েছে।

অন্যদিকে কলকাতা পুরসভার নতুন সচিব হচ্ছেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের ডেপুটি সেক্রেটারি পদে কর্মরত কিশোর কুমার বিশ্বাস।

অন্যদিকে নিজেদের জেলায় থাকা ৪২ জন ডব্লু বি সি এস এক্সিকিউটিভ আধিকারিককে আলিপুরদুয়ার, বাঁকুড়া, দার্জিলিং, বীরভূম, পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মত বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক ও জেলা কালেক্টরেট অফিসে নিয়োগ করা হয়েছে।

oooooooooooooooo

রাজ্য সরকার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কেনাকাটায় স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় ভিজিলেন্স কমিশনের নির্দেশিকা বাধ্যতামূলক করেছে। অর্থ দপ্তর এর এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে এখন থেকে রাজ্য সরকারের অধীনস্থ সমস্ত দপ্তর, সংস্থা বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পণ্য ক্রয়, পরিষেবা গ্রহণ ও বিভিন্ন কাজের বরাত দেওয়ার সময় কেন্দ্রীয় ভিজিলেন্স কমিশনের নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলতে হবে।

অর্থ সচিব প্রভাত মিশ্রর স্বাক্ষরিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে আর্থিক বিধির পাশাপাশি সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশনের সমস্ত নির্দেশিকা বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে বলে জানানো হয়েছে। নির্দেশিকাটি দ্রুত কার্যকর করার জন্য সব দপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিগত সরকারের সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ ওঠার কারণেই নতুন সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

oooooooooooooooo

আর জি কর-এর তরুণী পিজিটি চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের সিট গঠনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বিজেপি। গতকাল এক সাংবাদিক বৈঠকে দলের মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, ঘটনার পরদিনই তথ্য প্রমাণ লোপাটে পূর্বতন সরকার পুলিশের একাধিক শীর্ষ কর্তাকে কাজে লাগায়। অভয়াকে ন্যায় বিচার দিতে সমস্ত দিক পর্যালোচনা করা হবে।

(বাইট – দেবজিৎ)

আর জি কর হাসপাতালে তরুণী পিজিটি চিকিৎসকের ধর্ষন ও হত্যার ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্ট গতকাল তিন সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল সিট গঠন করেছে। দুই বিচারপতি শম্পা সরকার ও তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চ জানিয়েছেন, সিবিআইয়ের পূর্বাঞ্চলীয় জোনের যুগ্ম অধিকর্তা এই বিশেষ তদন্তকারী দলের নেতৃত্ব দেবেন। ২০২৪ সালের ৮ অগাস্ট রাতে খাবার খাওয়ার সময় থেকে পরদিন চিকিৎসকের দেহ সতকার পর্যন্ত সময়কালে কি কি ঘটেছিল এই দল পুনরায় তদন্ত করে দেখবে। এরজন্য যাকে খুশি জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে সিবিআই।

আগামী ২৫ জুন আদালতে রিপোর্ট দেবে সিবিআই।

এদিকে, হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বেলেঘাটার বাড়ির বে-আইনী অংশ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা পুরসভা।

oooooooooooooooo

কলকাতা হাই কোর্ট, পশুবলি সংক্রান্ত রাজ্যের নির্দেশিকায় কোনও হস্তক্ষেপ করল না। এই সম্পর্কিত ১১টি মামলার আজ শুনানি হয় প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে। কয়েকটি মামলা ছাড়া কার্যত সব মামলাই খারিজ করে দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। এ দিন বকরি ঈদের জন্য ছাড় দেওয়ার বিষয়টিও রাজ্যের উপরেই ছেড়ে দিয়েছে কোর্ট।

ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, আসন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কথা বিবেচনা করে পশুবলিতে কোনও ছাড়পত্র দেওয়া হবে কি না সেই বিষয়ে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, কোর্টের ২০১৮ সালের নির্দেশ ও ১৯৫০ সালের আইন অনুযায়ী পশুবলি সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য। সেক্ষেত্রে কোনও অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ দেওয়ার

প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে যে নির্দেশের বিরুদ্ধে মামলা তার সাংবিধানিক বৈধতা পরবর্তীকালে খতিয়ে দেখবে কোর্ট।

পাশাপাশি গরু মোষ কুরবানির পর্যাপ্ত পরিকাঠামো রাজ্যের আছে কিনা তাও বিবেচনা করে দেখতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।এও বলা হয়েছে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী প্রকাশ্য স্থানে গরু মোষ কুরবানী নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এবং বকরি ঈদে গরু কুরবানি করা কোন ইসলাম ধর্মের রীতি নয়।

১৯৫০ সালের আইনের ১২ ধারা বলবৎ করার বিষয়ে ছাড় দেওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে সিধান্ত গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।

oooooooooooooooo

যোগ্য দল হিসেবে ইস্টবেঙ্গল প্রথমবার আই এস এল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ইন্টার কাশিকে ২-১ গোলে হারিয়ে ২২ বছর পর সর্বভারতীয় ফুটবল লিগ খেতাব জয় করেছে তারা। কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে গতকাল ম্যাচের ১৪ মিনিটে আলফ্রেড প্লানাস-এর গোলে ইন্টার কাশি এগিয়ে যায়।

প্রথমার্ধে ০-১ গোলে পিছিয়ে ছিলো ইস্টবেঙ্গল। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফেরে লাল হলুদ। ৪৯ মিনিটে ইউসেফ এজেজারি খেলায় সমতা ফেরান। ৭২ মিনিটে মহম্মদ রশিদ জয়সূচক গোলটি করেন।

এদিকে, ইস্টবেঙ্গলের পাশাপাশি মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট-এরও চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে উত্তেজনা পূর্ণ অপর ম্যাচে মোহনবাগান ২-১ গোলে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লিকে হারিয়ে দেয়। তিনটি গোলই হয়েছে খেলার দ্বিতীয়ার্ধে। মোহনবাগানের হয়ে ম্যাচের ৮৯ ও অতিরিক্ত সময়ে গোল দুটি করেন মনবীর সিং ও জেমি ম্যাকলারেন। ৬২ মিনিটে ক্লারেন্স ফার্নান্দেজ দিল্লির হয়ে একমাত্র গোলটি করেন।

১৩ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে মোহনবাগান সুপারজায়ান্টের নিরিখে গোল পার্থক্যে এগিয়ে থেকে লিগ খেতাব নিশ্চিত করেছে লাল হলুদ।

দীর্ঘ এতো বছরের অপেক্ষার অবসানে সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছাসের বাঁধ ভেঙে যায়।

২০০৪ সালে ২৮-শে এপ্রিল শেষবার জাতীয় লিগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। গত সন্ধ্যায় ম্যাচের পর সমর্থকদের আন্দাশ্রু সেই অপেক্ষায় অবসান ঘটিয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের

শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকার বলেছেন, ক্লাবের দীর্ঘ এই পথ চলায় যারা নিজেদের অবদান যুগিয়ে গেছেন, এই জয় তাঁদেরই।

(বাইট – দেবব্রত সরকরা)

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, আই এস এল চ্যাম্পিয়ান্স ইস্টবেঙ্গল ও রানার্স মোহনবাগান সুপারজায়ান্টকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে তিনি ইস্টবেঙ্গলের উদ্দ্যেশ্যে লেখেন, এই গৌরবময় মুহূর্ত শুধু ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ তথা বিশ্বের অসংখ্য ফুটবলপ্রেমী বাঙালির জন্য গর্বের। বাংলার সমৃদ্ধ ফুটবল ঐতিহ্য আজ এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। টিমের খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ এবং ক্লাব কতৃপক্ষের নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও লড়াইয়ের মানসিকতাই এই দুরন্ত সাফল্যের চাবিকাঠি।

মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট দলকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি লেখেন, সমান পয়েন্ট নিয়ে দুর্দান্ত লড়াই করেও গোল পার্থক্যের কারণে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছে তারা। সবুজ-মেরুন ব্রিগেডও বাংলার ফুটবল গৌরবকে সমানভাবে উজ্জ্বল করেছে।

পরিশেষে তিনি লেখেন, ফুটবল মানেই বাংলা, আর বাংলা মানেই ফুটবল। দুই প্রধান দলই বাংলার সম্মান আরও বাড়িয়ে দিলো।

oooooooooooooooo

oooooooooooooooooo